খবরের ঘন্টা

ভাষা দিবস

- ভাষা দিবসে স্মরি তোমারে
- একুশে পদক দেওয়া হচ্ছিল শিলিগুড়ি থেকে
- ভাষা দিবসের শপথ
- ধ্রুপদী ভাষার সম্মান চাই.

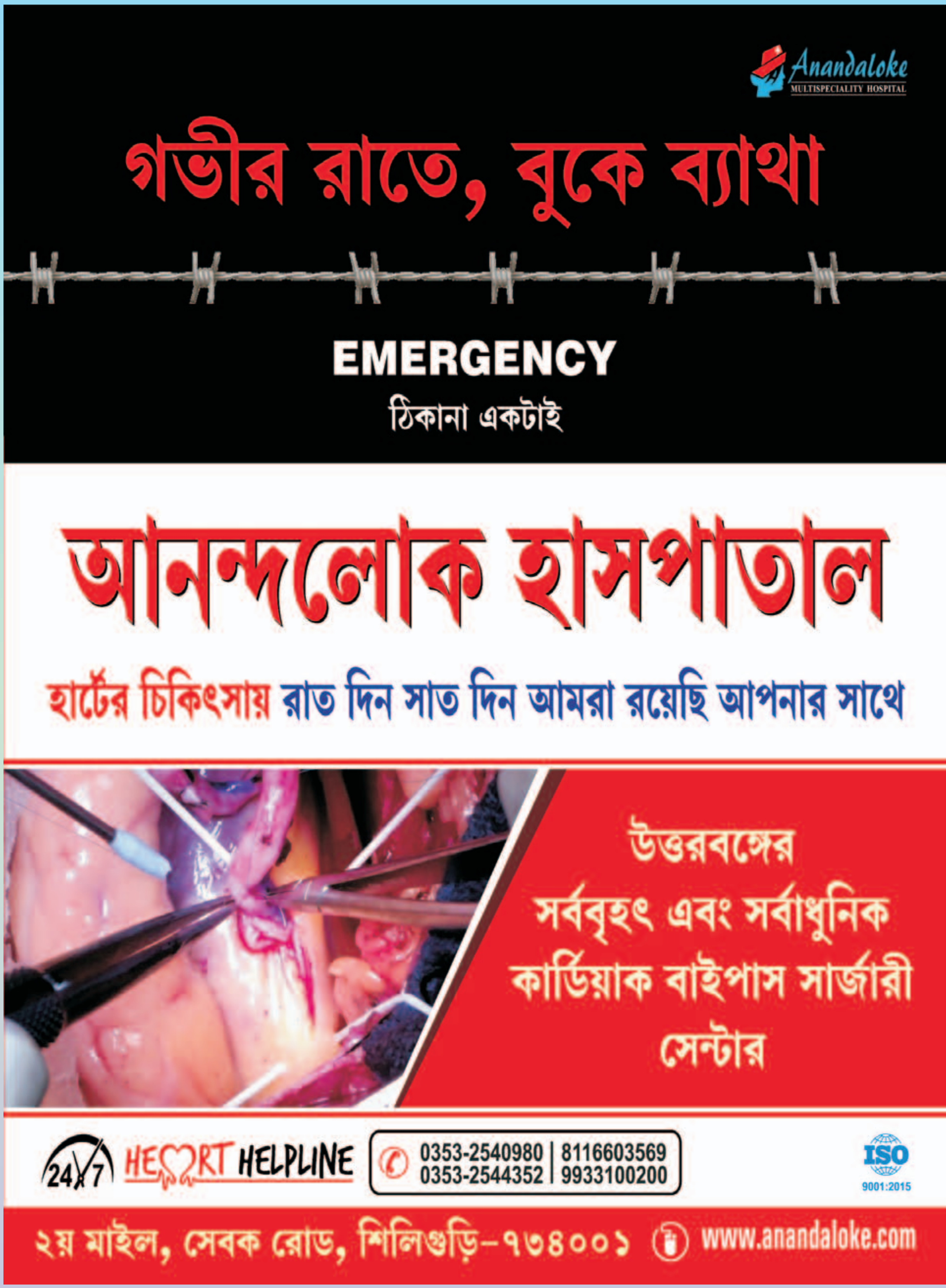
Anandaloke
MULTISPECIALITY HOSPITAL
গভীর রাতে, বুকে ব্যাথা
EMERGENCY
ঠিকানা একটাই
আনন্দলোক হাসপাতাল
হার্টের চিকিৎসায় রাত দিন সাত দিন আমরা রয়েছি আপনার সাথে
উত্তরবঙ্গের
সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক
কার্ডিয়াক বাইপাস সার্জারী
সেন্টার
24/7 HEART HELPLINE
0353-2540980 | 8116603569
0353-2544352 | 9933100200
ISO
9001:2015
২য় মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
www.anandaloke.com

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES

bits

OUR VISION IS TO EDUCATE THIS GENERATION FOR MISSION AND TRANSFORMATION

Accredited to IATA and Affiliated to Bethel Church Association

ADMISSION OPEN FOR B.Th

FROM JANUARY 15TH 2022

HURRY LIMITED SEATS WITH SCHOLARSHIP

Director - Swadipt Samuel
Principal - Premalata Samuel

Subject Includes :- . Systematic Theology . Homoletics and Hermeneutics . Christian Ethics
. Mission In Pluralistic Society . Media and Mission .
. Pastoral Counselling . History (Biblical and Church)
. Languages (English, Greek and Hebrew) And Other Subjects .

ADDRESS - SALBARI, METHIBARI (SILIGURI)
CONTACT - 9614302436, 8116109715

ACC

Cement
C & F Agent

DEE ESS ENTERPRISE

TATA TISCON

JOY OF BUILDING

Platinum Dealer

Since 1760
Lewis Berger
Paint your imagination

Sika®

Auth. Dealer Auth. Distributor

deeessrana2013@rediffmail.com

RETAIL OUTLET

46, SATYEN BOSE ROAD
DESHBANDHU PARA
SILIGURI-734004

PHONE : 0353-3591128

RETAIL OUTLET

2ND FLOOR MANOSHI APPARTMENT
BABUPARA, SATYEN BOSE ROAD
SILIGURI-734004
WEST BENGAL

There is Only one will governing the world ; It is the will of the Lord
(I am Only his executive power.)
~ THE MOTHER ~

|| OM NAMO BHAGAWATE ||

BORN
21 FEBRUARY 1878
PARIS, FRANCE

Mirra Alfassa (21 February 1878--17 November 1973),known to her followers as The Mother, was a spiritual guru,an occultist and a collaborator of Sri Aurobindo,who considered her to be of equal yogic stature to him and called her by the name The Mother. She founded the Sri Aurobindo Ashram and established Auroville as a universal town.

DIVINE LIFE FOUNDATION, SILIGURI

CELEBRATING 147th BIRTH ANNIVERSARY OF THE DIVINE MOTHER.
ALL ARE INVITED AT OUR CENTER
AT NANI DIVINE LIFE FOUNDATION
(A CENTRE FOR RESEARCH & STUDY ON
INTEGRAL YOGA OF SRI AUROBINDO)
NANI GOPAL MANSION,GROUND FLOOR,MILAN PALLY, SILIGURI
TIMINGS -
MORNING 7 AM TO 10 AM
EVENING 6 PM TO 9:30 PM.

By courtesy

Lalit Goyal, Mob. : 94340-71312
Ajay Goyal, Mob. : 94340-46134

।। श्री माँ ।।

RED IS THE COLOR OF PHYSICAL ACTVITY, CREATIVITY

RAMESWAR DASS GOPIRAM
Mahabirsthan, Siliguri-04, Ph. : 2777273

GOPIRAM KAMAKHYA GOYAL
New Cinema Road, (Op. Rony Enterprise
1st Floor, Siliguri, Ph. : 2777270

KAMAKHYA GOYAL & SONS
Opp. Siliguri Police Station, S. F. Road
Siliguri, Phone : 2777271

RAMESWARS
New Cinema Road, Ground Floor, Siliguri

SAKSHI KIDS
New Cinema Road, Ground Floor, Siliguri

Residence : 2777272

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. V Issue-7

1st February-28th February 2022 **Bhasa Diwas**

পঞ্চম বর্ষ-সংখ্যা-৭ ভাষা দিবস

৮ই ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২১শে ফেব্রুয়ারী, ভাষা দিবস সংখ্যা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ
করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
দুর্বা ব্রহ্ম (শিক্ষিকা)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Asstt. : Shilpi Palit
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্ত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..........মুসাফীর............০৯
ভাষা দিবসের শপথ.....................আশীষ ঘোষ.......................১৩
আমার মাতৃভাষা আমার গর্ব........রুপকথা চট্টোপাধ্যায়..............১৫
ধ্রুপদী ভাষার সম্মান চাই........ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার.....................১৫
সকলকে মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা.....সঞ্জীব শিকদার.............১৬
বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে আমরা বাঙালী.......খুশিরঞ্জন মণ্ডল.............১৬
একুশে পদক দেওয়া হচ্ছিল শিলিগুড়ি থেকে....বিপদ ভঞ্জন সরকার............১৭
বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছু তথ্য..২২
বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে.........খোকন ভট্টাচার্য...........২৪
ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে
বাংলাদেশের ভূমিকা.................................মুকুল দাস ২৬
বাংলা ভাষাকে সম্মান দিতে হবে..........ডাঃ পার্থপ্রতিম পান........২৭

ঃ কবিতা ঃ

সম্মান................রিয়া মুখার্জী...০৮
বাংলা ভাষা.........................অনিল সাহা.................................১১
অনন্তের অন্বেষণ..........................স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়..........১১
আমাদের মাতৃভাষা............সজল কুমার গুহ............................১২
২১শে ফেব্রুয়ারী.........................অর্পিতা দে সরকার...............১২
ভুবন জুড়ে বাংলা ভাষা..........................দীপা সরকার...............১৪
একুশ.........................শুভজিৎ বোস..১৪
স্বচ্ছ ভাষা.........................চায়না মুখার্জী.................................১৪
২১শে ফেব্রুয়ারী.......................নির্মলেন্দু দাস..........................১৯
মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষা..................মুকুল দাস ২০
২১শের জয়গান................................কবিতা বনিক.................২০
এবার বাংলা পাক ধ্রুপদী সম্মান.................গোপা দাস.............২১
আমার ভাষা...............................নিখিল সরকার ২১
একুশে বাংলা..................................শিবশঙ্কর বকসী...............২২
আমার বাংলা ভাষা.........................বিপ্লব কুমার মন্ডল.............২৩
স্বপ্ন...জ্যোৎস্না সরকার ২৫

ঃ বিশেষ রচনা ঃ

ভাষা দিবসে স্মরি তোমারে...............বাবলী রায় দেব...............০৩

ঃ গদ্য কবিতা ঃ

মাতৃ ভাষা..অর্পিতা রায়চৌধুরী..........০৮

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মান চাই

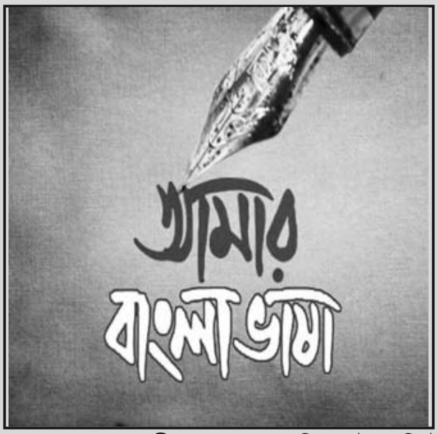

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অনেক লড়াই সংগ্রাম, রক্তক্ষয়ের পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে বাংলা ভাষার আন্দোলনের জেরে শহিদ হয়েছিলেন রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুল সহ আরও অনেকে। আর তাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আসে শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা বিশ্বেও।

বাংলা ভাষা সে এক মধুর ভাষা। এই ভাষাতেই আমরা স্মরন করতে পারি আমাদের গর্বের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধূসূধন দত্ত, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেক মনিষীকে। বহু দিনের ভাষা এই বাংলা ভাষা। পৃথিবীর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা এই বাংলা ভাষা। ভারতবর্ষে অন্য অনেক ভাষার ধ্রুপদী সম্মান এসেছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মান আসেনি। তাই দাবি উঠেছে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী সম্মান দেওয়া হোক। সেই দাবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই, বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মান চাই। আমরা অন্য কোনও ভাষাকেই ছোট করছি না। সব ভাষাই ভালো। সব ভাষাকে সম্মান জানাই আমরা। আমাদের হিন্দি, ইংরেজিও চাই। ইংরেজি না থাকলে আমরা পিছিয়ে পড়বো। কিন্তু মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা। আমরা চাই এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলা সর্বত্র বাংলা ভাষার চর্চা আরও প্রসারিত হোক।

With Best Compliments From---
Prop. Toton Saha
M/S. GANESH BHANDAR
Madhya Chayan Para
Ward No. 37
Ramani Saha More
Ps. Bhaktinagar
Dist. Jalpaiguri

বিশেষ রচনা

ভাষা দিবসে স্মরি তোমারে!!

বাবলী রায় দেব

বাংলার তরে দিলে যাঁরা প্রাণ
পুণ্য প্রভাতে তাঁদের জানাই প্রনাম---

একুশে ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে মাতৃভাষা বাংলার জন্য ঢাকার বুকে জীবন উৎসর্গ করে যারা অক্ষয় অমর হয়ে আছেন তাদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করতে ইউনেস্ক ১৯৯৯ সালের ১৭মে একুশেফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়ে দিনটিকে মহিমান্বিত করেছে। তাঁদের জন্যই বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর মিষ্ঠতম ভাষার সম্মান অর্জন করেছে। একুশের ভাষা শহিদদের চরনে হাজারো প্রনাম জানিয়ে তাদের সঙ্গে স্মরন করছি ভারতের মাটিতে শহিদ হওয়া ভাষা সেনানীদের। হ্যাঁ ভারতের মাটিতেও সংঘটিত হয়েছে বাংলা ভাষা আন্দোলন, যার কথা হয়তো অনেক বাঙালিই জানেন না। অসামের বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন ছিল অসম সরকারের অনৈতিক সিদ্ধান্তে্র বিরুদ্ধে। ১৯৬১ সালের ১৯মে ঘটনার দিন শিলচরের রেল স্টেশনে বাংলা ভাষা সেনানীদের ওপর অসম পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে এগারো জন ভাষা সংগ্রামীকে , যাদের মধ্যে ছিলেন কানাইলাল নিয়োগী, চন্ডীচরন সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রকুমার দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরনী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। তাঁদের সম্মান জানাতে শিলচরের গান্ধীবাগে নির্মিত হয় শিলচর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার যেখানে প্রতিবছর উনিশে মে বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহিদদের চরনে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে দিনটিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করা হয়। ১৯শে মে-র আন্দোলনে আঘাতপ্রাপ্ত

With Best Compliments From :

SILCO
Hitsallaboutwillpower

76020-07761
81166-76350
SQUADSILCO
squad_silco
silcogroupco@gmail.com

Seth Srilal Market, Near Momo Gali, Silco Complex, 3rd Floor, Siliguri-734001

We Are

EXPORTERS IMPORTERS MANUFACTURER WHOLESALER RETAILER

Categories We Deal With

- Pools Snoker Accessories
- Children Park Accessories
- Trophy/Medals/Souvenir
- Artificial Synthetic Grass
- Skating
- Basketball Court
- Gym equipments
- GYM Flooring
- Carom Board
- Athletics
- Basketball
- Volleyball
- Badminton
- Table Tennis
- Hockey
- Football
- Cricket
- Boxing

A COMPLETE SPORTS FITNESS & TROPHY ARENA

Branch-I : YMCA Building, 1st Floor, 25 J. L. Nehru Road, Kolkata-19
Branch-II : H No-06, New Geeta Colony, Bastishiekh Jalandhar, Punjab-144002

কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস চরম শারীরিক যন্ত্রনা ভোগ করে মারা যান দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর। এরপরও আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছিলেন বিজন চক্রবর্তী এবং ডাঃ মনীষী দাস। দিনটি ছিল ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট। ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই বাংলার জন্য আন্দোলনে নেমে শহিদ হন জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস।

বাঙালি হিসেবে প্রতিটি বাঙালি ২১শে ফেব্রুয়ারির সকাল থেকেই নিজেদের আপামর বাঙালি প্রমান করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যাব। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, নাটক, গান কবিতার মাধ্যমে আবেগমথিত হয়ে স্মরন করবো রফিকউদ্দিন আহমদ, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালামসহ ২২ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ হওয়া শফিকুর রহমান, আব্দুল আউয়াল, অহিউল্লাহ ছাড়াও সেই অজ্ঞাত বালকটিকে কিন্তু আশ্চর্যভাবে এড়িয়ে যাব ভারতের বুকে ভাষা বাংলার জন্য শহিদ হওয়া প্রাণগুলোকে।

' আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?'-- যেমন সত্যি তেমনি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের জন্য শিলচরের বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীদেরকেও কি আমরা ভুলতে পারি?

ঠিক যেমন আমরা ভুলতে পারি না মানভূমের বাংলা ভাষা সংগ্রামীদের। বাংলার জন্য কেবল বাংলাদেশেই নয় ভারতের মাটিতেও রক্তপ্লাবন বয়ে গেছে এবং সেটা ১৯৫২ সালের অনেক আগেই, সে খবর কয়জন রাখেন? অথচ বাংলা ভাষা আন্দোলনের পথিকৃত কিন্তু মানভুমের মাটি।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের ঘৃণ্য বঙ্গবিচ্ছেদের সময় ভারতের মূল ভূখন্ডকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ফলে জাতিসঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছিল বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সংকট। উত্তরবঙ্গ-অসম-ত্রিপুরার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত পূর্ব বঙ্গে দেখা যায় বাংলার ওপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার সঙ্কট আর বিহার-ওড়িশাসহ বাংলার বাকি অংশ নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গে দেখা দেয় বাংলার ওপর হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট যাকে কেন্দ্র করে ১৯১২ সালে মানভূমে শুরু হয় বাংলা ভাষা আন্দোলন যা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানভুমের বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে এবং মানভুমের এই ভাষা আন্দোলনই ছিল পৃথিবীতে দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন যা আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বক্সার যুদ্ধে দ্বিতীয় শাহ আলমকে পরাজিত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিহার ও উড়িষ্যা সহ অবিভক্ত বাংলা অধিগ্রহন করে। কর আদায়ের সুবিধার জন্য কোম্পানি এই অধিকৃত এলাকাকে তিন ভাগে ভাগ করে যথাক্রমে --১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্চেত , ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে জঙ্গল মহল এবং ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মানভূম। মানভূম জেলার সদর দপ্তর তখন মানবাজার। এই জেলা বর্তমানের বর্ধমানসহ ঝাড়খন্ডের ধানবান, ধলভূম, সেরাইকেলা-খার্সোয়ান নিয়ে গঠিত হয় যদিও পরবর্তীকালে যথাক্রমে ১৮৪৫,১৮৪৬,১৮৭১ ও

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারির শুভেচ্ছা

শুভজিৎ বোস

স্কুল শিক্ষক
নকশালবাড়ি

১৮৭৯ সালে মানভূমকে ক্রমান্বয়ে ভাগ করা হতে থাকে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলা ভাষী মানুষদের ভূমি মানভূম-ধলভূমকে বিহার-উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্তিকরন করা হয়। এই বিভক্তি ছিল বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের প্রতি চরম আঘাত। ফলে শুরু হয় আন্দোলন। ১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি গৃহীত হয়। ১৯৩১ সালের আগের আদমসুমারি অনুযায়ী , মানভূমের সদর মহকুমার শতকরা ৮৭ জন বাসিন্দা তখন বাংলাভাষী।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বিহারে জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব লাভ করে এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে গড়ে ওঠা মানভূম বিহারি সমিতি নামক সংগঠনের আওতায় থেকে বিহার সরকার আদিবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে প্রাথমিক স্তরে হিন্দিভাষীদের জন্য বিদ্যালয় খুলতে শুরু করে, সেই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে স্কুল-কলেজসহ সরকারি দফতরে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়।

বাংলা ভাষা তথা বাঙালিদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরন ক্ষিপ্ত করে তোলে মানভূমের বাংলা ভাষী মানুষজনদের। ব্যরিস্টার পি আর দাসের সভাপতিত্বে মানভূম সমিতি নামক সংগঠন তৈরি করে সেখানকার বাঙালিরা বাংলা স্কুল খুলতে তৎপর হন। এই সময় সতীশচন্দ্র সিংহ রাঁচি, পালামৌ, সিংভূম ও মানভূম জেলা নিয়ে ছোটনাগপুর নামক এক নতুন প্রদেশ গঠন অথবা বাংলার সঙ্গে পুনরায় সংযুক্তিকরনের দাবি জানান। প্রকট হতে থাকে এই অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার ভাষার নাড়ির টান। সেই সময় পুরুলিয়া ছিল বিহারের অর্ন্তভুক্ত।

হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে প্রতিবাদ জানালেন কিন্তু প্রতিকার না পেয়ে জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দল লোকসেবক সঙ্ঘ গড়ে তুলে বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন যে কি পরিমান তীব্র এবং দৃঢ়কল্প ছিল সেটা জানা যায় বিভূতিভূষন দাশগুপ্ত সম্পাদিত মুক্তি পত্রিকার সংকলন থেকে। এই আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন পুরুলিয়া কোর্টের আইনজীবী রজনীকান্ত সরকার, শরৎচন্দ্র সেন এবং গুনেন্দ্রনাথ রায়। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে সংসদের ভিতরে-বাইরে ওঠে তুমুল ঝড়। শুরু হয় টুসু সত্যাগ্রহ। ১৯৫৪ সালের ৯ই জানুয়ারি থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারি চলে এই টুসু সত্যাগ্রহ। তাদের দমনের জন্য শুরু হলো অত্যাচার। ৭৩ বছর বয়সী অসুস্থ নেতা অতুল চন্দ্র ঘোষকে বন্দি করে, খোলা ট্রেনে চাপিয়ে পাঠানো হলো ১৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত হাজারিবাগ জেলে। সাংসদ ভজহরি মাহাতোকে হাত কড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে পেশ করা হলো কোর্টে। বিধায়ক সমরেন্দ্র ওঝার দুবছর এবং লাবণ্যপ্রভা দেবীর এক দফা কারাবাস হল। বিচারাধীন অবস্থায় মারা যান রাঘব কর্মকার। বাবুলাল মাহাতো নামে এক জন্মান্ধ বালকও ছাড় পায় না। বান্দোয়ানের মধুপর গ্রামের কুশধ্বজ মাহাতোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁর শিশু পুত্রকে বন্দি করা হয়। মানবাজার থানার পিটিদিরি গ্রামে মহিলা সত্যাগ্রহীদের উপর চলে নগ্ন আক্রমন। লাবণ্যপ্রভা দেবী, ভজহরি

জয় মা তাঁরা

গোপাল শাস্ত্রী

Mob. : 98323-25692 ( )

কুষ্ঠিবিচার, শত্রুদমন, বিবাহে বাধা, শিক্ষা, চাকুরি
বাস্তুদোষ, মামলা, মোকদ্দমা ও বিভিন্ন
সমস্যা ২২ দিনে সমাধানে বিশেষ পারদর্শী।

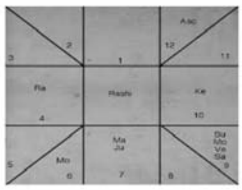

১০০% গ্যারান্টি

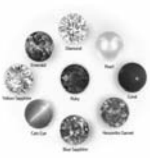

গ্রহরত্ন, তাবিজ, কবজ, টোটকা-এর
দ্বারা সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনা হয়।

চেম্বার ঃ "অঞ্জলী অ্যাপার্টমেন্ট" দক্ষিণ ভারত নগর, কল্পনা দত্ত সরণী, ওয়ার্ড নং-২৪, শিলিগুড়ি

মাহাতোর সঙ্গে বন্দি করা হয় কালীরাম মাহাতো, ভাবিনী দেবীসহ আরও অনেককে। সেই সঙ্গে চলে নারী-পুরুষ, নবীন-প্রবীনদের ওপর বিহার পুলিশের অকথ্যা অত্যাচার।

লোকসেবক সঙ্গ থেকে নির্বাচিত সাংসদ চৈতন মাঝি তীব্র ভাষায় এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানালেন লোকসভায়। তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন সুচেতা কৃপালনী, লোকসভার প্রাক্তন স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা নির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায়, কমল কুমার বসু, তুষার চট্টোপাধ্যায়, হীরেন মুখোপাধ্যায়, মোহিত মৈত্র, ভজহরি মাহাতো প্রমুখ। মধুসূদন মাহাতো, ভজহরি মাহাতোরা গান বাঁধলেন। জগবন্ধু লিখলেন--'-- প্রাণে আর সহে না/হিন্দি কংগ্রেসীদের ছলনা। /ইংরেজ আমলে যারা গো/করতো মোসাবিয়ানা/ এখন তার হিন্দি-কংগ্রেসি/মানভূমে দেয় যাতনা'।

অরুন চন্দ্র ঘোষ লিখলেন--'দেশের মানুস ছাড়িস যদি/ভাষার চির অধিকার। /দেশের শাসন অচল হবে।/ঘটবে দেশে অনাচার'। ভজহরি মাহাতো লিখলেন,'-- বাংলা ভাষার দাবিতে ভাই/কোন ভেদের কথা নাই। /এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে /মাতৃভাষার রাজ্য চাই।'

১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রাম থেকে লাবণ্যপ্রভা দেবী, অতুলচন্দ্র ঘোষসহ বিশিষ্টজনদের নেতৃত্বে সহস্রাধিক মানুষ এক ঐতিহাসিক পদযাত্রায় অংশ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ ৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পথে গ্রাম-গঞ্জ থেকে কাতারে কাতারে মানুষ যোগ দিকে থাকেন সেই পদযাত্রায়। অভ্যর্থনা আর সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো পদযাত্রা সঙ্গে ধ্বনিত হতে থাকে বাংলার মাটি, বাংলার জল। প্রবীন-নবীনের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে প্রতিফলিত হয় মাতৃভাষার প্রতি অমোঘ টান। ১৯৫৬ সালের ৬ মে কলকাতায় পৌছে শেষ হয় পদযাত্রা। ৭ই মে ১৯৫৬, মহাকরন অবরোধ করে গ্রেপ্তার বরন করলেন ৯৬৫ জন ভাষা সেনানী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল থেকে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বিহার সরকারের দমন নীতির তীব্র সমালোচনা করে ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন। ভাষার দাবিতে এই দীর্ঘ আন্দোলন শেষ হয়, ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর নবগঠিত পুরুলিয়া জেলা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে।

শিলচর বাংলা ভাষা শহিদদের স্মরনে সৌধ নির্মান করে তাদের প্রতি অঞ্চলভিত্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করার সুযোগ থাকলেও মানভূম ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতবিক্ষত পুরুলিয়াকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে সেখানকার বাঙ্গালিভাষী মানুষদের। তাদের জন্য নেই কোনো পদক, নেই কোনো ভাতা, বিশ্ব প্রাঙ্গনে নেই কোনো স্বীকৃতি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের
জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা --

শিবমন্দির থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা

উত্তরের প্রয়াস

সবাই ভালো থাকুন।

বাংলা ভাষার চর্চা দিকে দিকে বৃদ্ধি পাক

অনিল সাহা

সম্পাদক

উত্তরের প্রয়াস , মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৫৩৮৪৪৬

সকলকে মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা --

দিকে দিকে বাংলা ভাষার চর্চা প্রসারিত হোক
নামফলক এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের
সমস্ত নিয়োগের পরীক্ষায় বাংলা ভাষাও
ব্যবহৃত হোক
বাংলা ভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা চাই

আশীষ ঘোষ

পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী
শিলিগুড়ি ।

'১লা নভেম্বর, পশ্চিম বাংলা ভাষা দিবস '-- এইটুকু প্রাপ্তিকে আলিঙ্গন করে পুরুলিয়ার শুকনো মাটিতে স্মরন করা হয় অতীতের ভাষা সেনানীদের যাদের খুঁজে পাওয়া যাবে সিধো-কানহো-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ১৩২ জন ছাত্রের নোট বুকে। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্ব প্রাঙ্গনে বিজয় কেতন উড়িয়ে বাংলার জয়গান গাইছে। সেটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের বাংলা প্রেমী মানুষগুলোর একান্ত সদিচ্ছায় যার চূড়ান্ত অভাব দেখা যায় এপাড় বাংলার মাটিতে নইলে কলকাতার বুকেওতো হাজারো আন্দোলন হয়েছে, হয়নি কেবল ভাষা আন্দোলন। তাই কি এই আন্দোলনকে বিশ্বের আঙিনায় পৌঁছে দেওয়ার এই অনীহা!!!

ভাষাতো সেই একই, বাংলা। আর আমরাও বাঙ্গালী। পুরো পৃথিবীজুড়ে প্রায় বিশ কোটির বেশি মানুষ বাংলায় কথা বলেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকতসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে সপ্তম স্থানে রয়েছে আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা অথত খেদের সঙ্গে বলতে হয় যত ঘটা করে আমরা বাংলাদেশের ভাষা সংগ্রামীদের স্মরণ করে মাতৃভাষা দিবস পালন করার জন্য প্রাণপাত করি তার সিকিটুকু দেখা যায় না ভারতের বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহিদ এবং সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার ক্ষেত্রে। মাতৃ ভাষা বাংলাকে রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি কিছু কম ছিল-- স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে মনে।

সময় এসেছে, একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস পালনের সঙ্গে সঙ্গে শিলচরের ভাষা শহিদদের কথা গর্বের সঙ্গে তুলে ধরা, সেই সঙ্গে দেশের মাটি মানভূমে সংঘটিত প্রথম বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং তার ফলাফল জনসমক্ষে ধরার দায়ভার গ্রহন করার নইলে যে প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মায়ের এক সন্তান জেলা পুরুলিয়া থেকে যাবে 'চির জনম দুখিনী----'!!

(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীতে। লেখিকা বাবলী রায়দেবের প্রথম উপন্যাস ' অ্যানি ফিরে যাও' যা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের জন্য। সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী অমর মিত্র মহাশয়। শিলিগুড়িতে গত উত্তরবঙ্গ বই মেলায় বিশিষ্ট জনদের হাত ধরে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রজ্জ্বালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাবলীদেবীর বইগুলো পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর অসাধারণ লেখনীর জন্য। তাঁর লেখায় রয়েছে গভীরতা)

সকলকে অমর একুশের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার

বিএসসি, এমবিবিএস, ডিও (লন্ডন)
এফ আর সি এস, এডিনবার্গ (চক্ষু বিশেষজ্ঞ)
সভাপতি, বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি
ফোন ঃ ৯৯৩৩১৯১৯৬০

সকলকে অমর একুশের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার

জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
শিলিগুড়ি

গদ্য কবিতা

মাতৃ ভাষা

কলমে অর্পিতা রায়চৌধুরী
(নবীন সেন রোড, শিলিগুড়ি)

Mom বা Dad ডাকা আধুনিক ছেলেমেয়েরা?
মায়ের কোলে ঘুম পাড়ানি গানটা কিন্তু বাংলা ভাষাতেই ছিল।
ইংরাজি কে যারা আপন করে মায়ের ভাষাকে অবহেলা করছো---
খুব আনন্দের মুহূর্তে মুখ থেকে wow বেরোলেও,
মন খারাপের কান্নাকাটি কিন্তু বাংলা ভাষাতেই হয়।
ভালোবাসার মানুষটাকেþ i love u – i miss u বলা সহজ হয়ে থাকলেও,
বিরহ বেদনা কিন্তু মায়ের ভাষাতেই প্রকাশ পায়।
তীব্র শারীরিক বেদনার মুহূর্তে বিলিতি দ্রস্তব্যতা, সেই বস্তা পচা 'ও মা গো'
বেরিয়ে আসে লজ্জার মাথা খেয়ে।
ইংরাজি ছবি বা গানে যতই শরীর শিহরিয়ে উঠুক,
মায়ের ভাষার আঁচলের হলুদের গন্ধ মাখা সুতির স্পর্শটা কিন্তু শরীর নয় মনের
গভীরে ধাক্কা দেয়।
অস্বীকার করতে কি পারো?
কাঁটা কারের বেড়া কি কেবল দেশের মানচিত্রের ওপর বসেছিল?
রাজনৈতিক ক্ষমতার ঈর্ষার আঁচড় অবলীলায় পড়েছিলো ধর্ম তথা ভাষার ওপরেও।
বাঙালি পারেনি সেদিন নিজের মায়ের ভাষাকে লাথি মেরে সৎ মায়ের উর্দু ভাষাকে
আপন করতে।
বলিদান হয়েছিলো শৈশবের টাটকা লাল!
পুলিশের হাতে বলি চড়েছিল মায়েদের কোলের মমতা।
অবশেষে রক্তের দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লেখা হলো বাংলা ভাষা গর্বের ভাষা।
১৯৫২ সালে কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা প্রাপ্তি হলো।
অস্বীকার করতে কি পারো?
কোলোনিয়াল হ্যাঙ্গওভার কাটিয়ে উঠতে না পেরে ,
এই আমরা যারা বিদেশী ভাষাটাকে শিক্ষা বা সংস্কৃতির মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করে
থাকি---
১৯৪৭ সাল থেকে আগামী কিছু বছর হারানো ছাত্র ভাইদের রক্তের সাথে একটু লেবু
মিশিয়ে আমাদের খাইয়ে দেওয়া উচিত।
তবে যদি নেশা কেটে আহাম্মকের মতো মাতৃভাষাকে অবহেলা করে থামে---
তবে যদি ঘরের সন্তান ঘরে ফিরে আসে।

সম্মান

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

মাতৃভাষার স্থান গড়তে গিয়েছে কত আপনজনের প্রাণ,
মাতৃ ভাষা শুধু ভাষাই নয়, এটি সবার মনের অনুভূতি আর অভিমান।
মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে কত বীরপুরুষরা দিয়েছে আহুতি,
তা কি শুধুই নিছক নাকি পিছনে রয়েছে কিছু যুক্তি,
যদি আমরাই না দি নিজেরা নিজের মাতৃভাষাকে সম্মান,
তবে কি তা ফিরে পাবে নিজের আসল প্রাণ,
ইংরেজি ইংরেজি করে মরছি আমরা সবাই,
মাতৃভাষা কি এতই ফেলনা নেই নিজের দেশেই চাকরি,
তবে এত শহিদেরা মিথ্যে হারিয়েছে প্রাণী কি?
পরের থেকে আসা করার আগে নিজেকে চলতে হবে এগিয়ে
অমর ২১ অমর রহে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি যোগ্য সম্মান এর মাধ্যমে।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা --১৫

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্বে আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্নতাকে পূর্নতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাদের কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।---মুসাফীর)

খুব আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম, সেই জন্যইতো বলেছি আমার সাথে থেকো। ঋষি একটু কাছে টেনে নিল, রেবতীর নিবিড় স্পর্শ খুব ভালো লাগলো। রেবতীও নিজেকে ঋষির ঘনিষ্ট স্পর্শে ছেড়ে দিল। সূর্যোদয় দেখাটা ঋষির নেশার মতো। গেস্ট হাউসের ব্যালকনি থেকে খুব নিবিষ্ট মনে ঋষি সূর্যোদয় দেখছে-- ঠিক এমন সময় ডোর বেল বেজে উঠলো, বেশ বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলে যাকে দেখলো, মনে হলো দরজায় স্বয়ং সূর্য্য এসে দাঁড়িয়েছে। সোনালি পাড়ের গরদের শাড়ি সেই রঙের ছোট হাতা ব্লাউজ গলায় মুক্তোর মালা কপালে ছোট লাল টিপ, চুল খোলা মনে হয় সদ্য স্নান সেরে এসেছে। সমীত হেসে জিজ্ঞেস করে, ঘরে আসতে বলবে না! ঋষি অনন্যাকে এভাবে এই সময়ে তাঁর দরজায় দেখে খুব অবাক হয়ে গেছে। আরে ভেতরে এসো তোমার আবার অনুমতি লাগে নাকি তাও আবার আমি যেখানে রয়েছি সেখানে। ঘরের জানালা দিয়ে সকালের মিঠে রোদ বিছানায় এসে পড়ছে। ঋষি অনন্যাকে নিয়ে রৌদ্রের দিকে মুখ করে বিছানায় বসালো এবং নিজে হাঁটু গেড়ে বসে অনন্যার মুখের দিতে তাকাল-- ভোর অতিক্রান্ত সকালের মিঠে রৌদ্রে তাঁর মুখমন্ডল অনবদ্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত-- মনে হচ্ছে এ নারী অন্যকোন অজানা জগৎ হতে এসেছে। অনন্যা কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে ঋষি অনন্যার ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে নীরব থাকতে বলে।

এভাবে কিছুক্ষন কেটে যাওয়ার পর ঋষি অনন্যার একটি পায়ের পাতা নিজের দুহাতের মধ্যে তুলে নেয়, নিখুঁত গড়ন সোনার মল পায়ে পরান আছ। কিছু বোঝার আগেই ঋষি পায়ের পাতাটি আরেকটু তুলে পায়ে চুমু খায়। এ্যাই কি করছো! ঠিক যা করা উচিৎ তাই। অ্যানির শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে উন্মুক্ত পায়ে রোদ পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। তোমার শরীরের গড়নটি সত্যিই খুব প্রশংসনীয়। এ্যানি কিছু বোঝার আগেই ঋষি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজের ঠোঁট এ্যানির ঠোঁটে লাগিয়ে দেয়। এ্যানি সাড়া দেয় ঋষিকে জড়িয়ে ধরে। অনন্ত ক্ষুধা-- ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থাও হাতের মধ্যে তবুও অপেক্ষা করতে হবে, উচিৎ সময়ে উচিৎ কাজটি করার জন্য। দুজনেই উঠে পড়ল। ঋষি বলে, চলো বড্ড খিদে পেয়েছে। খেলেই পারতে! এ্যানি দুষ্টু হেসে বলে। কিছুটা হলেও আমি সার্থকনামা--যদিও তোমার তুলনায় কিছুই নয়। উহুঁ। মাতাজী বলেছেন তুমি খুব বিরল পুরুষ ওকে কোনকিছুর মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে না--মুক্ত বিহঙ্গ। হবে হয়ত, কিন্তু এখনতো আমি অনন্যময় হয়ে রয়েছি। জান গতকাল মাতাজী আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। সেটা আমি বুঝেছি? কি করে? তোমার বডি ল্যাংগুয়েজই বলে দিচ্ছে। তুমি তোমার মায়ের অনুমতি নিয়েছো? মা তোমাকে নিয়ে শীঘ্র কলকাতা যেতে বলেছেন উনি তোমাকে দেখায় অপেক্ষায় রয়েছেন। মনটা ভালো নেই মামা বললেন মাকে নাকি একতলায় থাকতে বলা হয়েছে। ডাক্তার স্ট্রিক্টলি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা বারন করে দিয়েছেন। নিঃশ্চয় মায়ের হার্টের কন্ডিশন আরো খারাপ হয়েছে। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে? একটু বাকি আছে দাদাজী ও রাধিকার সাথে কথা হলেই শেষ হয়ে যাবে। যখন বললাম, বিয়ের পরবর্তী জীবনটা কিভাবে চলবো। উত্তর পেলাম, সেটা তোমরা দুজনে মিলে ঠিক করবে। আমার আশীর্ব্বাদ রইলো। বিয়ের পর তুমি মায়ের কাছে কিছুদিন থেকে এখানে চলে এসো। আমি আসবো, তুমি মাঝেমাঝে যাবে এভাবে শুরু হউক তারপর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। চেষ্টা করবো মাকে এদিকে নিয়ে আসতে। আমাদের সংবাদপত্রের একটা শাখা-- এদিকে খোলার কথা হয়ে গেছে, আমি চাইলে এখানকার চার্জ নিয়েও চলে আসতে পারি। কেন তুমি আত্মবিকাশ ট্রাস্টের একজিকিউটিভ বডিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়েন করতে পার।

(ক্রমশ)

Hindusthan Tea Co.
T/74 Bidhan Market
Opp HongKong Market Gate 1
Siliguri - 734001
Your favourite tea will now reach your doorstep via courier service in no time!!!
Call or WhatsApp
75063-57066
We accept GPay PhonePe Bank Transfer and Cheque payments
*Minimum order 500 grams

বাংলা ভাষা

অনিল সাহা
(শিবমন্দির)

বাংলা ভাষা , মধুর ভাষা, অতি সুমধুর
আমরি বাংলা ভাষা প্রসারিত বহু দূর
এ ভাষা রবী, নজরুল, জীবনানন্দের।
২১শে ফেব্রুয়ারি, মায়ের ভাষার জন্য মরণ
বাঙালিরা গর্জে ওঠে বাংলা মোদের জীবন
২১ মানে মায়ের শ্বাস
২১ মানে বাঙালির বিশ্বাস
২১ মানে রক্ত ঝরে
২১ মানে বাংলা ভাষা, প্রাণের ভাষা,
২১ মানে মায়ের ভাষা, মনের ভাষা।
২১ মানে বরকত, জব্বার, সফি
২১শে মানে আবদুল, সালাম, রফি
একুশ মানে অশ্রুসজল মায়ের মন
একুশ মানে দিকে দিকে ভাষার আন্দোলন।

অনন্তের অন্বেষণ

স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়
(গ্রীন ভিস্টা, ব্লক-৩, ফ্ল্যাট বি/৪
আপার ভানুনগর, সেভক রোড, শিলিগুড়ি)

গৈরিক গোধূলিতে আকাশ আকীর্ণ
দিনান্তের অন্তিম রশ্মিছটা
বিকিরত হতে হতে মিলিয়ে যায়
পৃথিবী আঁধারে ছেয়ে যাচ্ছে,
তুমিও কি অন্ধকারে ডুবে যাবে!
চরাচরের ক্ষণস্থায়ী ইশারায়
অনন্তের অন্বেষণ অব্যাহত।
চরৈবেতি----

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ
অমর একুশে
বেলা ভূমি, আশ্রমপাড়া,
সর্বমঙ্গলা রোড, শিলিগুড়ি।
বিপদ ভঞ্জন সরকার,
সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ
অমর একুশে

আমাদের মাতৃভাষা

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির , শিলিগুড়ি)

যে ভাষায় ফুটেছিল আমার প্রথম বুলি,
সে ভাষা বাংলাকে মাথায় নিয়ে আজো চলি।
যে ভাষায় লেখা ঠাকুমার ঝুলি, বর্ণ পরিচয়
সঞ্চিতা, গীতাঞ্জলী,
তা পড়ে পাই যে কি আনন্দ তা কেমনে বলি?
যে ভাষা সাহিত্যে রয়েছে কবিগুরুর নোবেলের পরশ,
সে ভাষায় শিক্ষা মনে হয় জাগায় হরষ।
যে ভাষার গায়ে বিশ্বের মিষ্টতমের তকমা,
সে ভাষাই মোদের প্রিয় বাংলা ভাষা মা।
যে ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমনঃ
বিশ্বে শ্রেষ্ঠ,
সে ভাষা পড়তে জানতে কে না হবে আকৃষ্ট?
যে ভাষায় আছে লেগে শহিদের রক্ত,
সে ভাষার তরে গর্বিত আমিও তার এক পরম ভক্ত।

কিন্তু , যে ভাষা প্রাচীন, সমৃদ্ধ ও ধারাবাহিকতা বহমান,
সে ভাষা পায়নি কেন ধ্রুপদী সম্মান?
কারণ, এ সম্মান লাভে চাই প্রাচীনত্ব, লিপি,
পুস্তক, ঐতিহাসিক নিদর্শন,
দলিল তার হয়নি তৈরি দিয়ে বিস্তৃত বিবরন।
ধ্রুপদী সম্মান আদায় আমাদের হোক স্বপ্ন,
পেলে, বাংলা ভাষার পালকে জুটবে এক মহারত্ন।
যে ভাষায় কথা বলে বিশ্বের তেত্রিশ কোটি,
সেভাষা বাংলা, টান হোক সবার ভীষণ খাঁটি।
শেষে, ভাষা জননীর চরণে তলে জানাই প্রনতি,
বাংলার প্রসার, চর্চ হোক প্রতি ঘরে এই মোর
মিনতি।

২১শে ফেব্রুয়ারী

অর্পিতা দে সরকার
(বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি
অনেক মায়ের কোল উজাড় করা রক্তের বিনিময়ে
আমরা অর্জন করি আমাদের গর্বের বাংলা ভাষা
হয়ত পারব না শহিদের রক্তের বিনিময়ে
আজ নিজেদের রক্ত দিতে।
তবে অবশ্যই সম্মান ও মর্যাদা মাথা উঁচু করে
দিতেই পারব তাদের স্মরনে।
ভাষা-- দীর্ঘ সংগ্রামে তুমি অর্জিত,
২১শে ফেব্রুয়ারি মিলল মায়ের ভাষায় স্বগর্বে--
সসম্মানে কথা বলতে পারার দিন
২১শে মানেই গর্বের দিন, ফিরে পাওয়ার দিন, স্বপ্ন পূরনের দিন
২১ মানেই বুক ফুলিয়ে বলতে পারার দিন।
আমার ভাইয়ের রক্তের , মায়ের কান্নার, বোনের
আর্তনাদে রাঙানো দিন।
বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃ ভাষা
আমাদের গর্বের ভাষা যা কিনা পৃথিবী জুড়ে অবাধ বিচরন
আমরা কখনই ভুলব না আজকের দিনে শত মায়ের
অশ্রু, ভাইয়েদের রক্তের বিনিময়ে
ভাষা-- তোমায় বরন করলাম

বাংলা ও বাংলা ভাষা আমার রক্তে। আমার বেঁচে থাকায়। এখানেইতো পাই বিশ্ব কবিকে, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধূসূধন , বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস থেকে সত্যজিৎ রায়কে। আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং সর্বোপরি মা সারদাকে।

আমি গর্বিত আমি বাঙালি।

২১শে ফেব্রুয়ারি --তুমি প্রতিটি বাঙালির রক্তে, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।

ভাষা দিবসের শপথ

আশীষ ঘোষ

একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পৃথিবীতে বাঙালিতে একমাত্র জাতি যারা সবার প্রথম ভাষার জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি জীবন দিয়েছেন। এছাড়া ভারতের অসম রাজ্যের শিলচরে বাংলা ভাষার দাবিতে বাঙালিরা জীবন দিয়েছেন। ভারতে তামিলরাও হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের আন্দোলনের জন্যই হিন্দি ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হতে পারেনি। হিন্দি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি ভাষা (অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ)। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার জন্য সেরকম কোনো আন্দোলন আমরা করিনি। পূর্ব বঙ্গের উর্দু আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একুশে ফেব্রুয়ারি এবং উনিশে মে অসমীয়া আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শিলচরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছে আমরা কি সেরকম কিছু করেছি? আমরা শুধুমাত্র একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করি, কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সেরকম কোনো চেষ্টা করি না। আমাদের পশ্চিবঙ্গেই বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিগুলোর যে পরীক্ষাগুলো হয় তাদের বেশিরভাগেই (কেন্দ্রীয় স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ইউ পি এস সি, সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রভৃতি) বাংলায় প্রশ্ন পত্র হয় না। যার জন্য বাংলা ভাষী ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হয়। আমরা কি তারজন্য কোনো প্রতিবাদ করি? শুধুমাত্র একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতিচারন করি। এমন কি রাজ্য সরকারেরও কিছু কিছু চাকুরিতে বাংলায় প্রশ্ন পত্র হয় না। যেমন মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন,রাজ্যের কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সংস্থা। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলো কার্যালয়ে বাংলাতে নামফলক নেই। রাজ্য সরকারেরও বেশ কিছু অফিসে পশ্চিমবঙ্গেই বাংলাতে নামফলক লেখা হয় না। তারজন্য বাঙালিদের কি সেরকম কোনো উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়? ভাষা না বাঁচলে জাতি বাঁচবে না। যদিও শিলিগুড়িতে বেশ কিছু সংস্থা কয়েকবছর ধরে বাংলা ভাষার নাম ফলক লেখার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। সংস্থাগুলো হল, বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি, বঙ্গীয় নাগরিক পরিষদ, আমরা বাঙালি, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, বাংলা পক্ষ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মঞ্চ প্রভৃতি। আসুন একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য আমরা কয়েকটি শপথ নিই, একুশে ফেব্রুয়ারি দিবস পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলা ভাষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এই শপথগুলো হলো, নতুন প্রজন্ম যাতে বাংলা বই ও বাংলা সংবাদপত্র পড়ে , বাংলা সঙ্গীত শোনে, বাংলা চলচ্চিত্র দেখে সেইজন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যাতে বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়ে তারজন্য অভিভাবকদের বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে আবশ্যিক করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় চাকরি নিয়ে যারা পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত হবেন তাদের অবশ্যই বাংলা ভাষা জানতে হবে। প্রতিটি নাম ফলকে বাংলাকে আবশ্যিক করতে হবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সকলকে দাবি তুলতে হবে এবং যাতে বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার সম্মান পায় তারজন্য প্রয়াস চালাতে হবে। এখন থেকে এই বিষয়গুলোতে আমরা সচেষ্ট না হই তাহলে বাংলা ভাষার দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে দেরী নেই। আশা করছি, সকলেই এই বিষয়গুলো নিয়ে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন।

(লেখক শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা একজন শিক্ষক)

আমরা চাই সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে

পশিমবঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে

সব সাইনবোর্ডে বাংলা চাই

খুশি রঞ্জন মন্ডল

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সচিব

আমরা বাঙালী

ভুবন জুড়ে বাংলা ভাষা

দীপা সরকার
(লেকটাউন, শিলিগুড়ি)

আকাশটা আজ বড় লাগছে
যেন পলাশেরা বৃক্ষশাখা ছাড়িয়ে অনেকটা
ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে,
নীচে সবুজ ঘাস, মাটি
সেখানে ও রক্ত ছোপানো স্মৃতি
তবে কি এলো আবার একুশ,
আজও যেন ওরা গর্জ্জে ওঠে--
‘ বাংলা আমার মায়ের ভাষা
স্বীকৃতি চাই এ ভাষার’
হ্যাঁ,ও-ই তো প্রতিটি গাছের পাতা
বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এই বার্তা
অরন্য থেকে অরন্যে, দিক থেকে
দিগন্তরে।
পাখি গান গায়, ফুলেরা মাথা দোলায়, বহমনা
নদীতে পাল তোলে মাঝি।
নবজাত রা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে মায়ের
ভাষায়।
রফিক সালাম জব্বার
আশীষ জানায় দুহাত তুলে
বাংলা ভাষায়।
ভোলা কি যায় মাগো তোমার কথা। এই
ভাষাতেই গাইবো গান জীবন জুড়ে।
ছড়িয়ে দেবো তোমার কথা ভুবনজুড়ে।
এই শপথ ই করছি আমরা একুশ ভোরে।
পলাশ যদি ঝরে আবার ফাগুন ভোরে
বুকের রক্ত থাকবে মিশে ওই পলাশ ভোরে।
আনবো কেড়ে ধ্রুপদী মান বাংলা ভাষার
প্রণাম রাখি আজকে মাগো চরণে তোমার।

একুশ

শুভজিৎ বোস
(নকশালবাড়ি,শিলিগুড়ি)

একুশ আমার চেতনা ধারার বিস্তৃত অঙ্গন
একুশ আমার জন্মভূমির ফাল্গুনী আলিঙ্গন।
একুশ আমার শহিদ স্মরনে সালামকেও শ্রদ্ধা,
একুশ আমার রক্তক্ষরনে জবাব দিয়েছিল যোদ্ধা।
একুশ আমার যন্ত্রণার ভিড়ে দাঁড়ানো প্রতিবাদ,
একুশ আমার সেদিন হারানো ভাষার রক্ত-বিবাদ।
একুশ আমার মায়ের জন্য খুঁজে দেওয়া উৎস প্রাণ,
একুশ আমার প্রার্থনা, আবেগ একতার দীর্ঘ বানান।
একুশ আমার জন্মগর্ভের বাংলা ভাষার উদযাপন,
একুশ আমার তোমার জন্য সুখ-সমৃদ্ধির তাপন।
একুশ আমার জ্বালিয়ে দেওয়া উজ্জবল সাহিত্যের আকাশ,
একুশ আমার সবার হৃদয়ে উদ্ভাসিত গানের অবকাশ।
একুশ আমার মিছিলে মিছিলে ভাষা সম্প্রীতির বোধ,
একুশ আমার জিজ্ঞাসার মুহূর্তে জেগে ওঠা সত্যের ক্রোধ।
একুশ আমার অমিয় জোছনা ভাষামুক্তির সহজ পথ,
একুশ আমার শয়নে স্বপনে উচ্চতার আরেক শপথ।

স্বচ্ছ ভাষা

চায়না মুখার্জী

ভাষা দিবসে কবিতার ভাষা
আমার কলমে আর আসে না।
চারপাশে কেবল বাংলা ভাষার চলছে চরম অবমাননা।
বাংলায় বলা বাংলায় লেখা
বাংলা ভাষায় প্রাণ খুলে হাসা।
শিখব পড়ব অনেক ভাষা,
সবার আগে আমার মাতৃভাষা।
আমার রাজ্য পশ্চিম বাংলা
বাংলা নামটা আজ যেন বৃথা।
পথ চলতেই সাইনবোর্ডগুলি
বাংলা ভাষাকে দিচ্ছে টা টা
অফিস কাছারিতে কেবল তিক্ততা
বাংলা দরখাস্ত আর চলে না।
উপদেশের সাথে বলেন তিনারা ইংরেজি না
জানলে,
হিন্দি মে লিখিয়ে বলিয়ে।

আমার মাতৃভাষা, আমার গর্ব

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(সপ্তম শ্রেণী, লেকটাউন, শিলিগুড়ি)

শিলিগুড়িতে আমি একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ি। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের মধ্যে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং তাদের মধ্যে প্রায় সবাই বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ছে। অন্য ভাষার ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বাংলাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে পড়ছে। কাজেই আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার চর্চা ভালোই হয় এবং এই ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

আমার ইংরেজি গল্পের বই থেকে, বাংলা গল্পের বই পড়তে বেশি ভালো লাগে। আমি শার্লক হোমস, মিতিনমাসি, নন্টে-ফন্টে পড়তে বেশি ভালোবাসি। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়া মানেই যে বাংলা ভাষার গুরুত্বটা কমে যাবে, তা কিন্তু একেবারেই নয়। আমি আমার মাতৃভাষা নিয়ে গর্ববোধ করি।

প্রতিবারই আমাদের পাড়ার পাঠাগার প্রাঙ্গনে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। আমরা পাড়ার ছেলেমেয়েরা সকালবেলাই সেখানে উপস্থিত হই। সেখানে বাংলা ভাষা আন্দোলনে শহিদ ভাইদের আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করি। সন্ধ্যাবেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক নাচগানে বড়দের সাথে আমরাও অংশগ্রহন করি। আমাদের বাংলা ভাষাই হল মাতৃভাষা এবং সেই জন্য আমি যথেষ্ট গর্বিত।

ধ্রুপদী ভাষার সম্মান চাই

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারির শুভেচ্ছা জানাই। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে দুএকটি কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হলো, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার সম্মান দিতে হবে। আর সর্বত্র বাংলাতে সাইনবোর্ড চাই। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারির সব অফিসে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে। বহুদিন ধরে আমরা সেই দাবি করে আসছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু কিছু অফিসে হিন্দি ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতে সাইনবোর্ড আছে। কিন্তু অনেক অফিসে তা নেই। আমরা বলছি, সব অফিসে হিন্দি ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতে সাইনবোর্ড লিখতে হবে। বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বত্র বৃদ্ধি করতে হবে। পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ন ভাষা বাংলা। কাজেই এই বাংলাতে বাংলা ভাষা অবহেলিত হতে থাকবে তা আমরা মেনে নেবো না। আমরা সর্বত্র বাংলা ভাষাভাষী সব মানুষের কাছে আবেদন করছি, বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধিতে আপনারা সকলে জোরদার আওয়াজ তুলুন। বাংলা আমাদের মাতৃ ভাষা। এই ভাষার অবহেলা আমরা মেনে নেবো না। ইংরেজি ভাষা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা শিখবে, ইংরেজি অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করে নয়। জয় বঙ্গ। একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃ ভাষা দিবস পালনের জন্য আমরা প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছি।

(লেখক বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি, তিনি একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞও)

সকলকে মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা

সঞ্জীব শিকদার

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারির শুভেচ্ছা। এই একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। বাংলা আমার মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার চর্চা দিকে দিকে প্রসারিত হোক এমনটাই চাই। আজ বাংলাতেই যেন পিছু হটছে বাংলা ভাষা। অন্য ভাষার দাপটে বাংলা ভাষা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। অথচ বাংলা আমাদের ঐতিহ্যের ভাষা। বাংলা আমার মায়ের ভাষা। বাংলা ভাষার সম্মান পৃথিবী জুড়ে। বাংলা ভাষাতে অনেক মেধার জন্ম হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার এর বিরাট উদাহরন। কবির সাহিত্য আজ বিশ্ববন্দিত। এভাবে বহু মনীষি বাংলা ভাষার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। তাই একুশে ফেব্রুয়ারির এই সময় বলবো বাংলা ভাষার চর্চা আরও বৃদ্ধি পাক।

(লেখক শিলিগুড়িতে বিজেপির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক)

বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে আমরা বাঙালী

খুশিরঞ্জন মন্ডল

নমস্কার। আমি আমরা বাঙালী সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সচিব খুশিরঞ্জন মন্ডল বলছি। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রসঙ্গে দুচার কথা বলতে চাই। আমাদের কথা হলো, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করতে হবে। চাকরির পরীক্ষাতেও বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য বাংলাদেশে পাঁচ জন শহিদ হন। তাদের আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে। আমরা বিভিন্ন স্থানে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান করবো। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো।

আমাদের দ্বিতীয় কথা হলো, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলা ভাষা আড়াই তিন হাজার বছরের পুরনো ভাষা। কেন এই ভাষা ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না?

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারির শুভেচ্ছা। দিকে দিকে বাংলা ভাষার চর্চা যাতে প্রসারিত হয় তার জন্য সবাই মিলে চলুন আমরা প্রয়াস নিই।

একুশে পদক দেওয়া হচ্ছিল শিলিগুড়ি থেকে

বিপদ ভঞ্জন সরকার

(সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ)

নমস্কার সকলকে। আমি বিপদ ভঞ্জন সরকার শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া থেকে বলছি। আমি উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি শিলিগুড়িতে পত্রপত্রিকা করে আসছি। এবারে একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃ ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দুএকটি কথা আপনাদের জানাতে চাইছি। প্রথমেই সকলকে মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা।

আমাদের মধ্যে ভাষা দিবসের ভাবনা কিন্তু প্রবেশ করিয়েছে বাংলাদেশ। ভাষা দিবসের আন্দোলন যা কিছু হয়েছে সবটাই হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। সেই সব আন্দোলন থেকেই এসেছে বাংলা ভাষার মর্যাদা। সারা বিশ্ব জুড়ে ভাষা দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করলেই বাংলা ভাষার প্রসঙ্গ প্রথমেই চলে আসে।

আমরা বলছি, আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হোক। অতীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেভাবে বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন, যেভাবে তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, আজ আর তা নেই। আজ আর তেমনভাবে বাংলা ভাষার চর্চা লক্ষ্য করা যায় না। আজ আমাদের এই মাতৃভাষা ধুয়েমুছে যাচ্ছে। আমার এক ছেলে। তার ঘরে দুই ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে আমার নাতি দেরাদুনে পড়াশোনা করে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। কিন্তু ও ঠিকমতো বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে না। তবে ওর খুব ইচ্ছা আমার এখানে চলে আসার। তাই মাঝেমধ্যে ফোনে কথা হলেই ও বলে, ম্যায় চলা আয়ুঙ্গা। ওর সঙ্গে কথা হচ্ছে আমার সবই প্রায় হিন্দিতে। ও বাংলা বলতে পারে না। এতে আমার অন্তরটা কিন্তু দুঃখে ফেটে যাচ্ছে। কি আর বলবো। ভাষা দিবসের আগে ভাষা দিবস প্রসঙ্গে মনে আসছে এসব। তাই বলছি।

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গে গুরুত্ব পূর্ণ একটি কথা বলি। বিগত পনের বছর আগে থেকে বাংলাদেশের বেশ কিছু কবি, সাহিত্যিক শিলিগুড়ি আসছিলেন। তারা আমার উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ পত্রিকার মঞ্চ থেকে এপার বাংলা ওপার বাংলার কৃতি লেখক সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা দিচ্ছিলেন একুশে পদকের মাধ্যমে। কিন্তু বিগত দুবছর ধরে তা বন্ধ রয়েছে করোনার কারনে। আমার বলতে খুব ভালো লাগছে, আমার উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ এর মঞ্চ থেকে একুশে পদক প্রদান সত্যিই একটি গর্ব করার মতো বিষয়। আমরাও বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে বেশ ধন্য হই। অনেক কিছু জানতে পারি। জানি না, কবে করোনা বিদায় নেবে। আর কবে আবার সেই অনুষ্ঠান শুরু করতে পারবো।

আমার উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ পত্রিকা বিভিন্ন সময় বহু গুণী মানুষকে সংবর্ধনা বা স্বীকৃতি দিয়েছে বিভিন্ন সময়। শিলিগুড়িতে প্রয়াত কালু ডাক্তারের দিদি স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়ের কথা অনেকে জানেন। পুরনো দিনের শহর শিলিগুড়ির ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কালু ডাক্তার। তার দিদি স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় ছিলেন বেশ গুনী মানুষ কিন্তু সেভাবে শিলিগুড়িতে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পুরনো দিনে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল শুরুর সময় সেই স্কুলে মেয়েদের পড়াশোনা করার জন্য নেওয়া হোত না। আর তখন শহরে মেয়েদের স্কুলও শুরু হয়নি। তাই বিশেষ বিবেচনা করে তখনকার বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কালু ডাক্তারের দিদি স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় সহ আরও দুজন মহিলাকে স্কুল ছুটির পর স্কুল ভবনের

সামনেই পড়াতেন। টানা তিন বছর এভাবেই পড়ানো হয়েছিল। এই স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় এমন একজন গুনী মহিলা ছিলেন যার কথা উল্লেখ করতেই হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মংপু যাওয়ার আগে টাউন স্টেশনে অবতরন করতেন। আর সেই সময় একবার টাউন স্টেশনে গিয়ে বিশ্ব কবিকে প্রণাম করবার সৌভাগ্য হয়েছিল স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়ের। আর সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়ির পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় যোগাযোগ হয়েছিল। আমার একবার স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই বিশ্বভারতীতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। বলতে দ্বিধা নেই যে বিশ্ব ভারতীতে ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন সদস্যার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দেখেছি। তাঁর সৌজন্যেই আমি বিশ্বভারতীতে বেশ আদর আপ্যায়ন পেয়েছি। বিশ্ব কবির ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে পরিচিত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। অথচ দুঃখের বিষয় হলো, শিলিগুড়িতে থাকার সময় স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়ের লেখালেখি এখানকার পত্রপত্রিকায় গুরুত্ব পেতো না। তাঁর লেখা এখানকার পত্রিকায় ছাপাই হোত না। আমাদের উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ পত্রিকায় প্রথম তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। পরে আমাদের উদ্যোগেই স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন লেখা নিয়ে বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কয়েকটি বই প্রকাশিতও হয়। আজ তাঁর দু একটি বই নিয়ে গবেষনাও হয়।

(লেখক উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ পত্রিকার সম্পাদক, শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা)

বাত ব্যথার শেষ কথা - 'রিলিফ'

সেরিব্রাল পলসি, স্ট্রোক, প্যারালিসিস ?

সুস্থতার একমাত্র হদিশ- **'রিলিফ'**

রিলিফ রিউম্যাটোলজি রিহ্যাবিলিটেশন ক্লিনিক ও ফিজিওথেরাপী সেন্টার
১৫ বলাই দাস চ্যাটার্জী রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
ফোন ঃ ০৩৫৩-২৪৬০৮৯৩, ৯১২৬৫৮৯৫৪৪, ৯৬৮১১৭৭৫৩৭

আধুনিক যন্ত্রপাতি, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফিজিওথেরাপিস্টরা

চিকিৎসা নির্দেশ

কনসালট্যান্ট রিউম্যাটোলজিস্ট ও রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট

প্রফেসর - উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের বিভাগীয় প্রধান

ডাঃ পার্থপ্রতিম পান

এম বি বি এস, এম ডি (ক্যাল) গোল্ড মেডালিস্ট

শিবমন্দির শাখা ঃ

মেডিক্যাল মোড় পেট্রোল পাম্পের কাছে, বামেশ্বরী কালী বাড়ির সামনে

ফোন ঃ ৭৬০২৯৮৬৬৯০

২১শে ফেব্রুয়ারী

নির্মলেন্দু দাস
(কবি চন্দ্রচূড়, শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

অন্তর্মুখী দ্বন্দ থেকে মুক্তি দিলাম ২১শে ফেব্রুয়ারী,
অজস্র কাব্যের ধ্বনি দিয়ে চিনে নিলাম আমরা উত্তরসূরী।
শুধু সেই রক্তিম আভার স্মৃতির প্রতিচ্ছবি সঙ্গে করি,
আমরা করেছি আহ্বান ২১শে ফেব্রুয়ারী।
সেইসব উত্তাল দিনের উৎফুল্ল উচ্ছাস প্রানবন্ত ধ্বনি,
ভূমিকম্প আসা মৃদু কম্পনের মত কান পেতে শুনি।
ভেসে আসে অসংখ্য মানুষের নিঃসর্ত ঢেউয়ের শব্দ,
নিঃস্তব্ধ শহরের মাটি ফেটে চৌচির, শুঁকি বারুদের গন্ধ।
ভেঙে যায় ছোট ছোট হাট, বিকল গাড়ির মত পরিত্যক্ত,
অথচ ২১শে ফেব্রুয়ারী আজও জাগ্রত।
অত্যন্ত চেনা মুখ ফিরোজা, রিজিয়া বেগম, নমিনা, আক্তারা বিবি
ঘরের দরজা উন্মুক্ত।
অথবা আলতো শীতে হঠাৎ যেন সেইসব রমনীর খসে পড়ে বোরখা,
শিশির ভেজা সন্ধ্যায় নামাজ পড়ে বালিকা
কাছে থাকে শুদ্ধ তারকা।
নিঝুম রাতের রাত্রি কাটে, মূঢ় মুখে ফুটে ওঠে নানা ভাষা,
সোনার বাংলার বুকে জেগে থাকে সে এক অন্য আশা।
ওদিকে মসজিদে মজলিশে বরকত, জব্বর, সালাম কিম্বা,
রফিকুলের কঠিন দাপটে কেঁপে ওঠে দুঃশাসনের গিরি।
আলগা হয় উপরের সিঁড়ি,
দশের কোঠার ছেলে হাতেও ওঠে আগুনের সঙ্কল্প।
সম্মানহীন রাজনীতি ডুবে যায় সঙ্কটে,
অজস্র অসংখ্য মৃত্যুর ছাড়পত্র নয়।
অযথা অসংখ্য মানুষ বন্দি থাকা নয়,
ভাষার চরম পত্রে ভেঙে পড়ে মাটিতে দর্পের গর্বিত পর্বত।
ঢাকার বুকে রক্তের দাগ গড়ে তোলে বাংলার ইজ্জত,
২১শে ফেব্রুয়ারির শেষে তপ্ত স্মৃতির স্বর্ণ দ্বারের দেশে
মন থাকে পরে স্বপ্ন দেউলের পাশে।
কান পেতে শুনি নরম চুড়ির আনন্দ
কে যেন আল্পনা আঁকে দোরে, রঙিন ভাষা অফুরন্ত।
সত্যি, কোন প্রেমদিশারী প্রেমিক বিবির মন থাকে না ঘরে,
ন্যাংটো কোন দামাল ছেলে শক্ত হাতে বৃক্ষ রোপন করে।
হিসাব করে চলার মতো বয়স গেছে চলে,
হিসাব করে বলার মতো শব্দ গেছে ভুলে।
এখন শুধু স্বাধীন পুরুষ, নারীর কণ্ঠে আসে সুর।
সবুজ ঘাসের প্রাণের কোণে জেগে থাকে ভাষার পুকুর।
২১শে ফেব্রুয়ারীর দিন আসে ফিরে ফিরে,
কথার কথা নানান কথায় আমাদের সভা ঘরে
প্রেয়সীর রাঙ্গা হাতে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে,
শহিদের প্রাণে থাকে শতায়ুর প্রাণ।
সফলতা জেগে ওঠে, ভেঙে যায় বেদনার কঠিন বেদী।
ওপারেতে দীপ জ্বলে, এপাড়ে আলোর ছটা আসে,
মাঝে থাকে মানুষের গড়া ভিন্ন দিক, ভিন্ন দেওয়াল।
তবু তুমি আমি ভালবাসি,
কাছে থেকে আরো কাছে আসি।
ঘুরে ফিরে তোমাকে স্মরণ করি,
ভাষাহীনে ভাষা দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী।

মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষা

মুকুল দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি, বয়স ৯৭ বছর)

বাংলা ভাষা বাঙালির কোমল হৃদয় জুড়ে,
এই ভাষা আসে সবার কাছে বার বার ঘুরে।
বাংলা ভাষা সহজ সরল, যেন চকচকে সোনা,
এই ভাষা স্বর্ণ ভাষা সকল ভাষার গহনা।
যতই থাকুক দুঃখ কষ্ট, এই ভাষাতেই সুখ,
রাত পোহালেই দেখি যেন বাংলা ভাষার মুখ।
বাংলা ভাষা মাতৃ ভাষা, এই ভাষাতে বল-ভরসা,
বাংলা ভাষায় চাওয়াপাওয়া, নানান পরিক্রমা---
মায়ের মুখে শিশু শিখে বাংলায় প্রথম মা মা।
বাংলা ভাষায় বর্ণ পরিচয়, বিদ্যাসাগর দিয়েছে দিশা,
মানুষ হওয়া, বড় হওয়া, পূরণ করে সবার আশা।
বাংলায় আছে নানা জাতি, নানা পোষাক পরিচ্ছদ,
বাংলা ভাষা বাঙালির গর্ব, সকল ভাষার প্রিয় সম্পদ।
এই ভাষায় রাজা রবি, মন্ত্রী নজরুল,
আছে সাথে সুকান্ত, জীবনানন্দ, অতুল--
সেকাল একালের কবিরা সব ওদের সেনাপতি,
হাজার লেখক লিখছে লিপি,লিখছে কত গীতি।
মিষ্টি মধুর এমন ভাষা আর নেই কোথা,
বিশ্বে মানুষ জানে সবাই, এ মুকুট অহঙ্কারে বাঁধা।
এই ভাষাতে বাউল করে গান,
সজীব সতেজ রাখে বাঙালির প্রাণ।

২১শের জয়গান

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

মাতৃভাষা! আমাদের মায়ের মুখের ভাষা।
মাতৃভাষা!বেঁচে থাক হয়ে সবার আশা।
মাতৃভাষা!রক্ষা করে জাতির একতা।
মাতৃভাষা!জাতিধর্মের আনে সমতা।
মাতৃভাষা!অন্তর শক্তিকে করে জাগরিত।
মাতৃভাষা!মনে করায় 'মা'কে অবিরত।
মাতৃভাষা!উৎসাহ আনে জীবনের প্রতি কর্মে।
মাতৃভাষা! মানবতা বোধ জাগায় মর্মে মর্মে।
মাতৃভাষা! রক্তে আনে দেশরক্ষার বার্তা।
মাতৃভাষা!শেখায় মানবতা বোধের মর্যাদা।
মাতৃভাষা!বাঁচাতে শহিদ হয়েছে, মনোরঞ্জন,
জব্বার রফিকুল, সামসুল, বসন্ত, সওকত, নুরুল।
মাতৃভাষা!বাঁচাতে দিল কত প্রাণ বলিদান।
কিশোর অলিকুল্লারও হল রক্তে রাঙা প্রাণ।
মাতৃভাষা-র বিশেষ বন্দনা জগৎ জুড়ে ২১শের জয়গান।
মাতৃভাষা! এই ভাষাতেই মায়ের মূর্তি মর্মে গাঁথা।
মাতৃভাষা! মাতৃরূপে লহ
প্রণাম! স্যালুট! সালাম!

এবার বাংলা পাক ধ্রুপদী সম্মান

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

কথায় কথায় কথা পরিপক্ক করা,
শব্দ দিয়ে তৈরি হয় নানা ভাষা।
ভাষার সুবাদে মাথা উঁচু করে চলা,
বুক ফুলিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী বলা।
কে না জানে ২১শের ইতিহাস?
আন্তর্জাতিক মানে বাংলার বর্হিপ্রকাশ।
এ এক আনন্দ সংবাদ।
এবার বাংলা পাক ধ্রুপদী সম্মান।

আমার ভাষা

নিখিল সরকার
(শিক্ষক, শিবমন্দির)

আমার বাংলা ভাষা আমার গর্ব
বাংলায় জন্মে হয়েছি আমি ধন্য।
এখানকার মাটি যেন সোনা,
মুকলিত হয় আমার সুপ্ত বাসনা।
পৃথিবীতে রয়েছে অজস্র ভাষা।
তারি মধ্যে শ্রেষ্ঠ আ-মরি বাংলা ভাষা
আমার প্রেমের ভাষা , আবেদন সর্বজনীন
অমর হয়ে থাকো সর্বকালীন।
আমার ভাষা খুঁজি বাতাসের স্তরে
শক্রর বিরুদ্ধে শানিত অস্ত্র ধরে
এভাষা ঘুমের ব্যূহ করে ভেদ
স্বীকার করেছেন স্বয়ং এলিয়েট।
এভাষা স্বচ্ছ জলে তৃষ্ণা মেটায়
২১শে ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে তোমার জয়।

With Best Compliments From :
CELL :9800036277

Dr. B. K. Mondal

General Ayurvedic Physician &
Asst. School Teacher of Bahin F.P.S. U/D.

Founder RACE & HIS, U/D.
Achiever India Book of Record 2022

Karnajora Kalibari (Baroganda)
Raiganj, Uttar Dinajpur

একুশে বাংলা

শিবশঙ্কর বকসী
(নেতাজি কলোনি, বরানগর, কলকাতা-৯০)

একুশ মানে দামাল ছেলেদের আত্মবলিদান/
একুশ মানে গঙ্গা-পদ্মার একই সুরে গান/
একুশ মানে মনে পড়ে দুঃসহ সেই দিন/
একুশ মানে শপথ নেওয়া, মেটাবো রক্তঋণ।
একুশ মানে গ্রামেগঞ্জে গর্জে ওঠার দিন/
একুশ মানে আওয়াজ তোল, করবো না মিনমিন।/
একুশ মানে বাংলা ভাষা, সারা বিশ্বে মধুরতম/
একুশ মানে ভাষার অপমান, করবো না ক্ষমা।/
একুশ মানে হিন্দু-মুসলমানের মহামিলন মেলা/
একুশ মানে দূর হটাবো, শয়তানী সব খেলা,/
একুশ মানে শাপলা, শালুক, কলসী কাঁখে বধু/
একুশ মানে বাংলা মায়ের, আবেগ মাখানো শুধু। /
একুশ মানে বাংলা মায়ের শুধুই ভালোবাসা,/
একুশ মানে দুই বাংলার বাঙ্গালীর মাতৃভাষা।/
একুশ মানে মা-কে ডাকার, এক মিষ্টি অনুভূতি/
একুশ মানে বাংলা মায়ের পুজোর অনুভূতি/
একুশ মানে বাংলা মায়ের পুজোর প্রস্তুতি।/
একুশ মানে বিপ্লবীদের বরন করার দিন/
একুশ মানে এগিয়ে চলবো, এবার আসবে সুদিন,/
একুশ মানে বাংলা গানে, মন ভরাবার দিন,/
একুশ মানে খুশিতে মন নাচে তা ধিন ধিন/

বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছু তথ্য

বর্তমানে ভারতে আনুমানিক ১৬৫২টি ভাষা আছে। যার বাইশটি সংবিধান স্বীকৃত। ভারতের মোট লিপির সংখ্যা ৬৬টি, পশ্চিমবঙ্গে নয়টি। বর্তমানে ভারতে ২২টি রাষ্ট্রীয় ভাষা আছে যদিও কোন জাতীয় ভাষা নেই।

জনসংখ্যার নিরীখে বাংলা ভাষাভাষীরা ভারতে দ্বিতীয় তথা বিশ্বে পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

ইউনেস্কোর মতে বাংলা ভাষা পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা, দ্বিতীয় স্প্যানিশ, তৃতীয় ডাচ ভাষা।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত বাংলায় রচিত 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক--'

জার্মান ও ফ্রান্সে মাতৃভাষা বিকতিরোধে আইন তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে কমিশন গঠিত হয়েছে। আমাদের কবে?

রাষ্ট্রীয় মস্তিস্ক অনুসন্ধানের বিজ্ঞানী ডঃ নন্দিনী সিংয়ের মতে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা অর্জন করলে ভারতীয়দের মস্তিস্কের অর্ধেক অংশের বিকাশ ঘটে। তার নিজের ভাষায় শিক্ষা অর্জন করলে ভারতীয়দের মস্তিস্কের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

ফ্রান্সের মতে, যাদের নিজের মাতৃভাষা নেই তারা বর্বর এবং ক্রীতদাসের মতো।

ভাষা কথাটি এসেছে সংস্কৃত ভাষ ধাতু থেকে যার অর্থ মনের ভাব প্রকাশ করা। ভাষা হচ্ছে একটা মাধ্যম যার দ্বারা আমরা মনের ভাবনা চিন্তা ইত্যাদি প্রকাশ করে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। ভাষার অন্তর্নিহিত ভাব যেমন রয়েছে তেমনি দরকার সঠিক উচ্চারন। ভাষা মানুষের নীরব চিন্তার প্রতিফলন। ভাষা বয়ে চলে নদীর মতো নিঃশব্দে।

আমার বাংলা ভাষা

বিপ্লব কুমার মন্ডল
(শিক্ষক, কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ)

এ আমার বাংলা ভাষা,
মনের ঘরে জ্বালায় বাতি।
খুঁজে পাই আমার মাকে
এই ভাষাতে, দিবারাতি।
এ আমার বাংলা ভাষা,
মনের বনে ফুলের শোভা।
যদি না পাই গো তারে-
সত্যি আমি হই যে বোবা!
এ আমার বাংলা ভাষা,
মাথার পরে' মায়ের ছবি।
এ আমার প্রাণের ছোঁয়া
আগুন ঝরা রক্তরবি।
এ আমার বাংলা ভাষা,
বঙ্গ মায়ের চোখের কাজল,
সোহাগে পরশ বুলায়,
ভালোবাসার মুক্ত আঁচল।
যদি কেউ আবার এসে
দেয় হানা এ ভাষার পানে।
পাঠাবো সেদিন তারে,
খাড়ার ঘায়ে, ওই শ্মশানে!
যদি কেউ মায়ের দিকে-
তাকায় আবার কুনজরে,
দেবো ওই অত্যাচারীর-
নয়ন দুটি অন্ধ করে।
এ আমার বাংলা ভাষা,
প্রাণখোলা মোর সকল হাসি।
এ আমার বাংলা ভাষা,
কদম বনে কানাই বাঁশি।
এ আমার বাংলা ভাষা,
আমার মুখের প্রথম বুলি।
এ আমার মনের মাঝে,
চিত্র আঁকা, রঙিন তুলি!
এ আমার বাংলা ভাষা
অস্তরাগের অরুণ আভা।
এ আমার বাংলা ভাষা
হিংস্র বাঘের নখের থাবা।
এ ভাষায় অত্যাচারীর,
ছলচাতুরীর মুখোশ খুলি।
দুহাতে বিজয় কেতন,
হাওয়ায় উড়াই, দুঃখ ভুলি!
আমার ওই রক্ত মাখা,
ভাইয়ের কথা মনে পড়ে,
হানাদার লেজ গুটিয়ে,

যায় পালিয়ে তাঁদের ডরে।
পালালি কোথায় তোরা,
বদ্ধ ঘরের কোন কিনারে?
চেয়ে দেখ ভাই যে আমার
হাসছে আজও ওই মিনারে!
ওরা যে অমর জোয়ান,
সমর পছে চলন্ত যান।
যাঁরা ওই মহাকালের
স্রোতের জোয়ার, নেই অবসান!

আজও তাই বিশ্ব জুড়ে,
তাঁদের নামে জয়ধ্বনি।
ওরা সব বাংলা মায়ের-
অমর শহীদ, নয়ন মনি।
 এ ভাষা চলছে যেমন,
চলবে তেমন, নয় গো থামার।
সকলের শ্রেষ্ঠ ভাষা,
বিশ্ব জুড়ে বাংলা আমার।

বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে

খোকন ভট্টাচার্য

নমস্কার সকলকে। আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। মাতৃ ভাষা দিবস আমরা পালন করি একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু শুধু একুশে ফেব্রুয়ারি কেন, প্রতিদিন নিজের মাতৃ ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। মাতৃ ভাষা বাংলা যেন হারিয়ে না যায় তা সকলকে দেখতে হবে। ছোট বেলাতে দেখেছি, বাংলা ভাষাতে যত মানুষ কথা বলেন, এখন তা কমে গিয়েছে। এই শিলিগুড়িতেই দেখছি, কথা বলার সময় অনেক বাঙালি সন্তানদের মধ্যেও, অন্য ভাষার মিশ্রন। কেন তা হবে। আমি বাঙালির সন্তান। বাংলা আমার মায়ের ভাষা। এই ভাষাতে কথা বলতে কেন আমার লজ্জা হবে? এই ভাষাতে কথা বলতেতো আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। পৃথিবীর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা বাংলা ভাষা।

(লেখক একজন সমাজসেবী, তিনি শিলিগুড়ি শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে সিলকো স্পোর্টস গুডস এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান কর্ণধার)

(গত ২৩শে ডিসেম্বর ২০২১, ৭১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না সরকার। মৃত্যুর আগে নিচে দেওয়া হলো তাঁর লেখা একটি কবিতা)

স্বপ্ন

জ্যোৎস্না সরকার

স্বপ্নের গতি যেন অসীম অনন্ত ,
বাঁধাহীন বন্ধন।
স্বপ্নের নীলাভ --আকাশে উড়ে যাই।
কোথাও নেই অঙ্গন।
কিন্তু কোথা হতে আসে সব আশা,
সংসারে দিয়ে যাব সব ভালোবাসা।
এ স্বপ্ন চলার সাথি
অদেখা দেবতার মতো,
এ স্বপ্ন বন্ধনের রাখি,
পরিচয় হয় যত ,
গভীর ঘুমের স্বপ্ন যেন মায়ায় ভরা,
ঘুম ঘুম চোখ কেন, ---
হৃদয়ে দেয় নাড়া,
এ স্বপ্ন কখনো যখন হয় বাস্তব,
সব সত্য হারিয়ে ফেলি,
এ কোন সত্য।
তবুও আশার স্বপ্ন দেখি,
বাস্তব নিয়েছে আসন,
সেই দেয় সব আলো,
আলোকিত জীবন।।

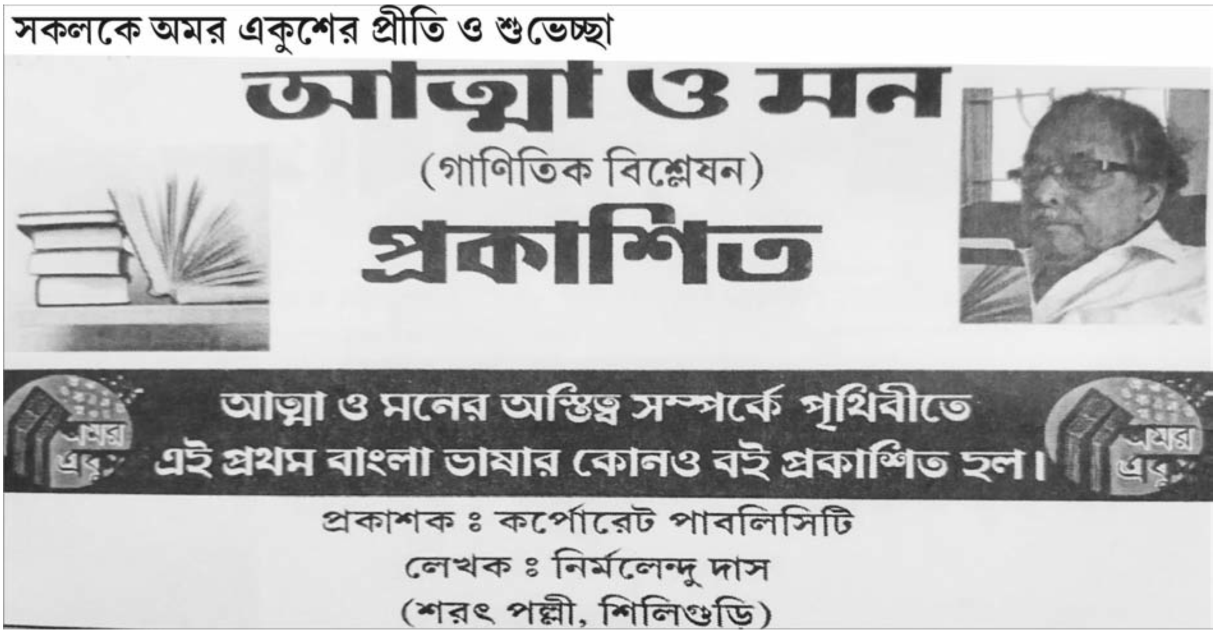

ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভূমিকা

মুকুল দাস

(বয়স ৯৭, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

ইতিহাসে প্রমানিত ইংরেজদের কূটনৈতিক নীতি ভাগ করো। এর ফলে বিশ্ব মানচিত্র পরিবর্তন খাটিয়ে ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করে ১৪ আগস্ট,১৯৪৭ সালে নতুন রাষ্ট্ররূপে জন্ম নিয়েছিল পাকিস্থান। ভারতের পশ্চিমাংশে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব ভাগে (পূর্ব বঙ্গ) অধুনা বাংলাদেশের অবস্থান। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্থানের অভ্যুদয়ের কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের পূর্ব বঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানের মৌলবাদের একছত্র আধিপত্য । এই আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ভাষা নিয়ে পূর্ব পাকিস্থান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ বাংলা ভাষা প্রধান অঞ্চল। তাই এখানে গুঞ্জরিত হয় আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। মৌলবাদীদের মতানুসারে বাংলা হিন্দুদের ভাষা কারণ এই ভাষার উৎস দেবনাগরী, বর্ণমালা থেকে। তাই পাক ইসলামি উর্দু ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্থান সহ সর্ম্পূ পাকিস্থানের জাতীয় ভাষা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের বা পূর্ব বঙ্গের ছাত্রদের পশ্চিম পাকিস্থানের মৌলবাদীরা জোর করে উর্দূ ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমে পড়ে। পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষা বাংলাকে জাতীয় ভাষা করার দাবিতে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৭সালে ঢাকার রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। ভাষা শহিদদের এক রাশি রক্তের বিনিময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে সমাপ্তি ঘটে । পাকিস্থান প্রশাসনকে নতি স্বীকার করতে হয়। পাকিস্থানকে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষায় স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস হিসাবে খ্যাতি লাভ করে এবং তার পরের বছর থেকে এই দিনটি বিশ্বব্যাপী ভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয়। তাই পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব বাংলা।

বাংলা ভাষাকে সম্মান দিতে হবে

ডাঃ পার্থপ্রতিম পান

নমস্কার। বাঙালি জাতির কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি বিরাট দিন। শুধু বাঙালি জাতি কেন, সারা পৃথিবীর মানুষ যারা তাঁর আপন আপন ভাষাকে ভালোবাসেন, তাঁদের সবার কাছে এই একুশে ফেব্রুয়ারি একটি বিরাট উদাহরন। যেখানে ভাষার জন্য অসংখ্য মানুষ প্রান দিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় ছাত্রযুব, ছোট ছোট শিশুরা তাঁরও প্রাণ দিয়েছে, এই ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৯৪৮ সালে যখন বাংলাদেশ ছিল না , তখন পূর্ব পাকিস্তান বলা হোক। তখন পাকিস্তান সরকার, যার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ। তিনি এক আদেশ জারি করেন, তৎকালীন বাংলাদেশ বা পূর্ব বঙ্গে

বা পূর্ব পাকিস্তানে এখানে উর্দুই হবে একমাত্র সরকারি ভাষা। আর সেই আদেশ জারির প্রতিবাদে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তারা আন্দোলনে নেমে পড়েন। আর সেই আন্দোলন যখন শিখরে পৌঁছায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এবং পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি, এই দুদিন ১৪৪ ধারা অমান্য করে যখন তাদের মিছিল এগিয়ে যায় তখন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকতের মতো অসংখ্য প্রাণ। তারা শহিদ হয়েছিলেন ভাষার জন্য। এই ভাষা আন্দোলনই পরবর্তীকালে বাংলাদেশ যে একটি দেশ হিসাবে পেয়েছি সেখানে বাংলা ভাষাই একমাত্র কথ্য ভাষা। ৯৮ শতাংশ মানুষ সেখানে বাংলা ভাষাতে কথা বলেন। সেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৭১ সালে। সেটা কিন্তু সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরিণতিটাই পেয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন। শেখ মুজিবর রহমান তিনি যখন বাংলাদেশকে স্বাধীন করেন নাম করেন বাংলাদেশ। সেই সময় পাকিস্তানের সেনার আক্রমনে লক্ষ লক্ষ প্রান চলে যায়। মা বোনেরা অত্যাচারিত হয়েছেন। শেখ মুজিবর রহমানের এই যে আত্মত্যাগ , বিখ্যাত কবি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন, ' যতকাল রবে পদ্মা যমুনা ,গৌরি মেঘনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবর রহমান।'

সেই ভাষার আন্দোলনের প্রভাব ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো এবং ২০১০ সালে ইউনাইটেড নেশনস তারা কিন্তু এটাকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভাষার জন্য আন্দোলন, প্রান। শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারি নয়, ১৯৬১ সালের ১৯শে মে অসমের বরাক উপত্যকার শিলচরে বাংলা ভাষার আন্দোলন হয়েছে। ১১ জন শহিদ হয়েছেন। তার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আন্দামানে বাংলা ভাষা প্রধান ভাষা। ঝাড়খান্ডে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় ভাষা। সারা পৃথিবীতে বহু লোক বাংলা ভাষাতে কথা বলেন। ভারতবর্ষে হিন্দি ভাষার পরেই বেশি সংখ্যক মানুষ বাংলা ভাষাতে কথা বলেন। এই ভাষাতে রবীন্দ্রনাথ নোবেল এনেছেন। তারপর কত কত সাহিত্য যে এই ভাষাতে রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা, গর্বের ভাষা। এই ভাষাকে আমরা যেন সম্মান করতে শিখি। বাংলাদেশে এই ভাষার প্রতি কি যে শ্রদ্ধা, সম্মান , ভক্তি, আকুতি বলে বোঝা যাবে না। শুধু একুশে ফেব্রুয়ারি নয়, সারা বছর ধরে বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় বাংলাদেশে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ঘরের অনেক ছেলেমেয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলতে লজ্জা পায়। তাদের অনেকের বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজি মেশানো।

ভাষা হচ্ছে মানুষের সংস্কৃতির মূল। আমি নিজস্ব সংস্কৃতি ধরতে পারবো যদি আমি নিজের ভাষায় কথা বলতে পারি। আর তা হলেই পৃথিবীর সংস্কৃতি এগোবে। আর বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মানও চাই।

(লেখক একজন আবৃত্তি শিল্পী এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক। তিনি একজন প্রতিভাবান আবৃত্তি শিল্পী)